ভোরের কাগজ

61

তারিখ ... ... MAR 30 2000 ...
পৃঃ ১০ কলাম ১

পাবলিক পরীক্ষা সংস্কারবিষয়ক মুক্ত আলোচনা

প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : পাবলিক পরীক্ষা সংস্কারবিষয়ক এক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। তারা বলেছেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশে মেধাতালিকায় তুলে দিয়ে মেধার গ্রেড়িং সিস্টেম চালু করা হলে অসদুপায় অবলম্বন করে পাস করার প্রবণতা কমে যাবে।

বক্তারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হওয়ার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'সময় এসেছে শিক্ষকদের নিজেদের দিকে নিজেদের ফিরে তাকানোর। শিক্ষকরা নিজেরা ব্যক্তিত্ববান হলে কোনো অন্যায়ই কাছে ঘেষতে পারবে না। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষক নিয়োগ এবং জাতীয়ভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। আলোচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ না ঘটানোর জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এ মুক্ত আলোচনা গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। 'পাবলিক পরীক্ষা : প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংস্কার প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আয়েশা খাতুন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাইফুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক নূরুর রহমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া, জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ, ডেইলি স্টারের সহযোগী সম্পাদক শাহ হোসেন ইমাম এবং শিক্ষক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

বক্তারা বলেন, এদেশে প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষার বাইরেও আরো দুধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। এসব পদ্ধতির সার্থক অনুসরণ করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (বিবিএ)। মেধা মূল্যায়নের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি ব্যবহার করে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা বিবেচনা করে পাবলিক পরীক্ষা সংস্কার করা যেতে পারে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ জন্য আশপাশের এবং পশ্চিমা দেশগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

আলোচনায় পরীক্ষায় সকল প্রবণতা বন্ধের জন্য যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র না দেওয়া, প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানো, শিক্ষকদের একাডেমির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ক্লাসেই সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।

মাউশির মহাপরিচালক ড. আয়েশা খাতুন ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তনের সমালোচনা করে বলেন, এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তিনি বলেন, এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই মনোযোগ বেশি। কিন্তু এখন প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মান উন্নয়ন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়ে আয়েশা খাতুন বলেন, শিক্ষকরা ব্যক্তিত্ববান হলে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ'র পরিচালক অধ্যাপক নূরুর রহমান তার প্রতিষ্ঠানে কোনো সেসন জট নেই উল্লেখ করে বলেন, এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ এখানে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকে। তারা পাস করলেই চাকরি পায় এবং তাই তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে। তিনি আইবিএ সেমিস্টার পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে পাবলিক পরীক্ষায় কাজে লাগানো যায় কিনা তা বিবেচনা করার সুপারিশ করে বলেন, এ পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ব্যবধান কম থাকে।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেওয়ার আগে শিক্ষককে নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ক্লাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স সমাপ্ত না হওয়ায় অধিকাংশ কলেজে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে থাকে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি গড়ে তোলার জায়গা হলেও এদেশে এই স্তরটিই সবচেয়ে অবহেলিত। তিনি পর্যায়ক্রমে পাবলিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার ওপর মত প্রকাশ করেন।